দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮

আইসিটিভিটিআর ইসলামী প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটরূপে গড়ে উঠবে: রাষ্ট্রপতি

জয়দেবপুর, ৩১শে আগষ্ট (বাসস)।- রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আশা প্রকাশ করেছেন যে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অঙ্গ সংগঠন ইসলামী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র (আইসিটিভিটিআর) মুসলিম উম্মাহর

(৭-এর পাতায় দেখুন)

রাষ্ট্রপতি

(১ম পাতার পর)

সেবার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে আরো বিকাশ লাভ করবে এবং ইসলামী প্রযুক্তি ইন্সটিটিউটরূপে গড়ে উঠবে।

আইসিটিভিটিআর-এর তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রটির কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তারে অবদান রাখতে এগিয়ে আসার ও সাহায্য করার জন্য ওআইসি সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪৮ জন ছাত্রকে রাষ্ট্রপতি সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সফররত ওআইসি মহাসচিব ডঃ হামিদ আল গাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম ও কেন্দ্রের পরিচালক প্রফেসর এ, এম পাটোয়ারী ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, মন্ত্রীবর্গ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কূটনীতিকবর্গ ও শিক্ষাবিদগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আইসিটিভিটিআর হচ্ছে যৌথ ইসলামী ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং বাংলাদেশকে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করাটা বিরাট গৌরব ও সম্মানের ব্যাপার।

কেন্দ্রের প্রতি ওআইসি এবং সদস্য দেশগুলো যে ব্যাপক আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে তাতে প্রতিষ্ঠানটি আরো শক্তিশালী হবে বলে রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, এই কেন্দ্রের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরী করা। তারা ইসলামী উম্মাহ ও নিজ নিজ দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সাফল্যের অতীত গৌরবের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলোতে ইবনে সিনা, ইবনে খালদুন, আবু রুশদ ও আল ফারাবীর মত ইসলামী পণ্ডিতরা শুধু জ্ঞানের আলোই জ্বালেননি তারা সেই আলোকশিখাকে উজ্জ্বলও করেছেন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, ইউরোপীয় রেনেসাঁ পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছিল এবং ইসলামী পণ্ডিত, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতশাস্ত্রবিদ, শিল্পী ও লেখকদের অবদান ছাড়া তা সম্ভব হতো না।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এমন একটা সময় গেছে যখন আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবহেলা করে পিছিয়ে পড়েছি। সেই ফাঁক পূরণে আমাদেরকে এখন চলার গতি আরো বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, এটি সৌভাগ্যের কথা যে, আমরা বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ দেখতে পাচ্ছি। ওআইসি ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মুসলিমদের পুরানো গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রথম পদক্ষেপ। আমরা যখন এ ধরনের কাজে নিয়োজিত রয়েছি তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা আবার পথপ্রদর্শক হতে পারি।

'কারিগরি দক্ষতার বিকাশ ঘটান'

ইসলামী ঐক্য সংস্থার (ওআইসি) মহাসচিব ডঃ হামিদ আল গাবিদ বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতার বিকাশ সাধনের জন্য ইসলামী বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি তার ভাষণে বলেন, ঐসব ক্ষেত্রে নিজেদের সামর্থ্যের বিকাশ সাধন করা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে আর কোন বিকল্প নেই।

ডঃ গাবিদ বলেন, আজকের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য এরূপ দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা অতিরঞ্জিত করা যেতে পারে না। ইসলামী বিশ্বকে এর জন্য উন্নত বিশ্বের ওপর নির্ভর করতে হয়।

ওআইসি মহাসচিব ঢাকায় ঐ কেন্দ্র স্থাপনে সার্বিক সাহায্য দেয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেন। তিনি উদারভাবে আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্য সৌদী আরব ও কুয়েতের মত অন্যান্য দেশেরও প্রশংসা করেন।